মূলধনের শ্রেনীবিভাগ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূলধন কে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। নিম্নে এসব শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হল -

স্থায়িত্বের ভিত্তিতে :

১) স্থায়ী মূলধন : যে সব মূলধন দীর্ঘদিন ধরে টিকে থাকে এবং বার বার ব্যবহারের পরেও যার কোন পরিবর্তন হয় না

তাকে স্থায়ী মূলধন বলে। যেমন- যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা ইত্যাদি। স্থায়ী মূলধন একবার ব্যবহারে নিশেষ হয়ে যায়

না। তবে স্থায়ী মূলধনের অবচয় (ফ□ঢ়ৎ□পরধঃরড়হ) ঘটে।

২) চলতি মূলধন : যে সব মূলধন মাত্র একবার উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয় তাকে চলতি মুলধন বলে।যেমনপাট, কাঠ,তুলা, কয়লা ইত্যাদি চলতি মূলধনের অন্তর্গত। কেননা এগুলো একবার ব্যবহারের পর তার কোন অস্তিত্ব

থাকে না। নিচে ছকের মাধ্যমে স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধনের পার্থক্য দেখানো হলোÑ

ছক ১৪.১.১: স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধনের পার্থক্য

স্থায়ী মূলধন চলতি মূলধন

১) স্থায়ী সম্পত্তির সাহায্যে স্থায়ী মূলধন প্রকাশ করা হয়। ১) চলতি সম্পত্তির সাহায্যে চলতি মূলধন প্রকাশ করা হয়।

২) ব্যবহারের শুরু লগ্ন থেকে স্থায়ী মূলধনের প্রয়োজন

হয়।

২) গঠনের পর ব্যবহারিক কার্যক্রম চালু করতে চলতি মূলধন

এর প্রয়োজন হয়।

৩) স্থায়ী মূলধন নগদ আকারে রাখা যায় না। ৩) চলতি মূলধন নগদ আকারেও থাকে।

৪) স্থায়ী মূলধন সহজে পরিবর্তন যোগ্য নয়। এটি

অনমনীয়।

৪) চলতি মূলধন সহজে পরিবর্তনযোগ্য। এটি সাধারণত

নমনীয়।

৫) দীর্ঘ মেয়াদী উৎস থেকে স্থায়ী মূলধন সংগ্রহ করা হয় ৫) স্বল্পমেয়াদী উৎস থেকে চলতি মূলধন সংগ্রহ করা হয়।

৬) প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধির সাথে স্থায়ী মূলধন বৃদ্ধি করতে

হয়।

৬) প্রাতিষ্ঠানিক আয় বৃদ্ধির জন্য চলতি মূলধণ বৃদ্ধির প্রয়োজন

হয় না।

৭) ব্যবসায়ে দীর্ঘ সময় ধরে এ স্থায়ী মূলধনের অবস্থান

লক্ষ্য করা যায়।

৭) ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ ১ বছর পর্যন্ত চলতি মূলধনের অবস্থান

লক্ষ্য করা যায়।

মালিকানা ভিত্তিতে

- জাতীয় মূলধন ঃ যে মূলধন রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে তাকে জাতীয় মূলধন বলে। যেমন- ব্যাংক ও বীমা

প্রতিষ্ঠান, রেলওয়ে, বিমান ইত্যাদি জাতীয় মূলধনের অন্তর্গত।

- ব্যক্তিগত মূলধন: যে মূলধন কোন ব্যক্তি বিশেষের মালিকানার থাকে তবে তাকে ব্যক্তিগত মূলধন বলে। যেমনবাড়িঘর, শেয়ার ইত্যাদি ব্যক্তিগত মূলধনের অর্ন্তগত।

ব্যবহারের ভিত্তিতে

- নিমজ্জমান মূলধন : যে মূলধন একটি বিশেষ ধরনের উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয়, তাকে নিমজ্জমান মূলধন

বলা হয়। যেমন- রেলইঞ্জিন, লোহা গালার চুল্লি ইত্যাদি মূলধনের অন্তর্গত।

- ভাসমান মূলধন: যে মূলধন বিভিন্ন উৎপাদন কাজে একটি শিল্প থেকে অন্য শিল্পে স্থানান্তর করা যায় তাকে

ভাসমান মূলধন বলা হয়। যেমন- কয়লা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি ভাসমান মূলধনের অন্তর্গত।

ভোগের ভিত্তিতে

ভোগের ভিত্তিতে মূলধনকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ১) ভোগ্য মূলধন ২) উৎপাদক মূলধন
মূলধনের শ্রেনীবিভাগ (ঈষধংংরভরপধঃরড়হ ড়ভ ঈধঢ়রঃধষ)

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূলধন কে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। নিম্নে এসব শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হল -

স্থায়িত্বের ভিত্তিতে :

১) স্থায়ী মূলধন : যে সব মূলধন দীর্ঘদিন ধরে টিকে থাকে এবং বার বার ব্যবহারের পরেও যার কোন পরিবর্তন হয় না

তাকে স্থায়ী মূলধন বলে। যেমন- যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা ইত্যাদি। স্থায়ী মূলধন একবার ব্যবহারে নিশেষ হয়ে যায়

না। তবে স্থায়ী মূলধনের অবচয় (ফ□ঢ়ৎ□পরধঃরড়হ) ঘটে।

২) চলতি মূলধন : যে সব মূলধন মাত্র একবার উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয় তাকে চলতি মুলধন বলে।যেমনপাট, কাঠ,তুলা, কয়লা ইত্যাদি চলতি মূলধনের অন্তর্গত। কেননা এগুলো একবার ব্যবহারের পর তার কোন অস্তিত্ব

থাকে না। নিচে ছকের মাধ্যমে স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধনের পার্থক্য দেখানো হলোÑ

ছক ১৪.১.১: স্থায়ী মূলধন ও চলতি মূলধনের পার্থক্য

স্থায়ী মূলধন চলতি মূলধন

১) স্থায়ী সম্পত্তির সাহায্যে স্থায়ী মূলধন প্রকাশ করা হয়। ১) চলতি সম্পত্তির সাহায্যে চলতি মূলধন প্রকাশ করা হয়।

২) ব্যবহারের শুরু লগ্ন থেকে স্থায়ী মূলধনের প্রয়োজন

হয়।

২) গঠনের পর ব্যবহারিক কার্যক্রম চালু করতে চলতি মূলধন

এর প্রয়োজন হয়।

৩) স্থায়ী মূলধন নগদ আকারে রাখা যায় না। ৩) চলতি মূলধন নগদ আকারেও থাকে।

৪) স্থায়ী মূলধন সহজে পরিবর্তন যোগ্য নয়। এটি

অনমনীয়।

৪) চলতি মূলধন সহজে পরিবর্তনযোগ্য। এটি সাধারণত

নমনীয়।

৫) দীর্ঘ মেয়াদী উৎস থেকে স্থায়ী মূলধন সংগ্রহ করা হয় ৫) স্বল্পমেয়াদী উৎস থেকে চলতি মূলধন সংগ্রহ করা হয়।

৬) প্রতিষ্ঠানের আয় বৃদ্ধির সাথে স্থায়ী মূলধন বৃদ্ধি করতে

হয়।

৬) প্রাতিষ্ঠানিক আয় বৃদ্ধির জন্য চলতি মূলধণ বৃদ্ধির প্রয়োজন

হয় না।

৭) ব্যবসায়ে দীর্ঘ সময় ধরে এ স্থায়ী মূলধনের অবস্থান

লক্ষ্য করা য়ায়।

৭) ব্যবসায়ে সর্বোচ্চ ১ বছর পর্যন্ত চলতি মূলধনের অবস্থান

লক্ষ্য করা যায়।

মালিকানা ভিত্তিতে

- জাতীয় মূলধন ঃ যে মূলধন রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে তাকে জাতীয় মূলধন বলে। যেমন- ব্যাংক ও বীমা

প্রতিষ্ঠান, রেলওয়ে, বিমান ইত্যাদি জাতীয় মূলধনের অন্তর্গত।

- ব্যক্তিগত মূলধন: যে মূলধন কোন ব্যক্তি বিশেষের মালিকানার থাকে তবে তাকে ব্যক্তিগত মূলধন বলে। যেমনবাড়িঘর, শেয়ার ইত্যাদি ব্যক্তিগত মূলধনের অর্ন্তগত।

ব্যবহারের ভিত্তিতে

- নিমজ্জমান মূলধন : যে মূলধন একটি বিশেষ ধরনের উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয়, তাকে নিমজ্জমান মূলধন

বলা হয়। যেমন- রেলইঞ্জিন, লোহা গালার চুল্লি ইত্যাদি মূলধনের অন্তর্গত।

- ভাসমান মূলধন: যে মূলধন বিভিন্ন উৎপাদন কাজে একটি শিল্প থেকে অন্য শিল্পে স্থানান্তর করা যায় তাকে

ভাসমান মূলধন বলা হয়। যেমন- কয়লা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি ভাসমান মূলধনের অন্তর্গত।

ভোগের ভিত্তিতে

ভোগের ভিত্তিতে মূলধনকে দু ভাগে ভাগ করা যায়। যথা ১) ভোগ্য মূলধন ২) উৎপাদক মূলধন

ভোগ্য মূলধন : যে মূলধন উৎপাদন চলাকালে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের ভরনপোষন ও জীবনযাত্রার ব্যয়

নির্বাহের জন্য ব্যবহার করা হয়, তাকে ভোগ্য মূলধন বলা হয়। যেমন- শ্রমিকের খাদ্য, বস্ত্র বাসস্থান ইত্যাদি ভোগ

মূলধনের অন্তর্গত।

উৎপাদক মূলধন : যে সব মূলধন উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে তাকে উৎপাদক মূলধন বলে। যেমন-যন্ত্রপাতি,

কাঁচামাল, কল কারখানা ইত্যাদি।